নতুন আক্রান্ত ৫, মোট আক্রান্ত ৬১ — স্বাস্থ্য মন্ত্রী

দেশে গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নতুন করে ৫ জনের দেহে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। কোনো মৃত্যুর ঘটনা নেই। এ নিয়ে মোট ৬১ জনের সংক্রমণ ধরা পড়ল।
আজ শুক্রবার (৩ এপ্রিল) দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরেরকরোনাভাইরাস সংক্রান্ত অনলাইন ব্রিফিংয়ে জানানো হয়। ব্রিফিং করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক স্বপন।

এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) দুপুরে আইইডিসিআর এর করোনাভাইরাস সংক্রান্ত অনলাইন ব্রিফিংয়ে জানানো হয়েছিল, দেশে নতুন করে আরো দুইজনের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে গতকাল ব্রিফিং পর্যন্ত মোট ৫৬ জনের সংক্রমণ ধরা পড়ে।

নতুন করে কোনো মৃত্যুর ঘটনা নেই। গতকাল বলা হয়েছিল, যে দুইজনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে তাদের একজনের বয়স ৩০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। অন্যজনের বয়স ৭০ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে। আক্রান্ত দুজনই পুরুষ। ১৪১ জনের মধ্যে নমুনা পরীক্ষা করে এ দুজনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

মেহেরপুরে শ্বশুরবাড়ি থেকে করোনা সন্দেহে এক নৌ সদস্যর মৃত্যু, বাড়ি লকডাউন

মেহেরপুর সদর উপজেলার কোলাগ্রামের বাবু পাড়ায় শ্বশুরবাড়িতে অবস্থানকালীন জ্বর, সর্দি ও কাশিতে আক্রান্ত হয়ে এক নৌ সদস্য

মারা গেছেন। তাঁর নিজের বাড়ি চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ফরিদপুর গ্রামে।

বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে কুষ্টিয়া মারা গেছেন। মৃত্যুর খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি দল কোলা গ্রামের ওই বাড়িতে গিয়ে লাল পতাকা টানিয়ে লকডাউন ঘোষনা করে।

এর আগে বুধবার রাত ১০টার দিকে তাকে মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে তার করোনা উপসর্গ দেখে তাকে হাসপাতালে ভর্তি নেয়া হয়নি। পরে একটি বেরসকারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিকে মৃত্যুর খবর পেয়ে বিভিন্ন ভাবে খোজ নিলে শ্বশুর বাড়ির লোকজন জানান, তাদের জামাই ৬ মাস আগে বিদেশ থেকে মিশন শেষ করে বাড়ি এসেছেন। কয়েকদিন আগে এখানে বাড়িতে আসে। তার আগে থেকে লিভারের অসুখ ছিল। বুধবার কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হলে বৃহস্পতিবার রাতে মারা যায়।

এদিকে, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আরএমও তাপস কুমার জানান, বুধবার রাতে মেহেরপুর থেকে নৌ বাহিনীর এক সদস্য জ্বর, কাশির উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে আসলে আমরা তাকে ভর্তি না নিয়ে বাড়িতে চিকিৎসা নেয়ার কথা জানায়। পরে আজ শুনি তিনি মারা গেছেন।

এদিকে, আমাদের আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি গ্রামবাসীর বরাত দিয়ে জানান, নৌ বাহিনীর ওই সদস্যর অলসার রোগ ছিল। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে কুষ্টিয়া হাসপাতালে মারা যায়। শুক্রবার ময়না তদন্ত শেষে লাশ হস্তান্তর করা হবে।
মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, আমরা ওই নৌ সদস্যর মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর তার শ্বশুরবাড়িতে পুলিশ পাঠায়। সেই বাড়িতে লাল পতাকা টানিয়ে বাড়িটি লকডাউন ঘোষনা করেছি। তবে আগামিকাল ছাড়া নিশ্চিত করা বলা যাচ্ছে না কি কারণে মৃত্যু হয়েছে।

আমদহ ইউনিয়নে ১৬৯ পরিবারে ত্রাণ বিতরণ

মেহেরপুরের আমদাহ ইউনিয়নে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ১৬৯ কর্মহীন মানুষের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসন।

‘প্রয়োজন যেখানে, ত্রাণ পৌঁছে যাবে সেখানে’ এ স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সরকারি ভাবে করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধ ও চলমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় দরিদ্র দিনমজুর মানুষদের মধ্য ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন।

এ সময় প্রত্যেক পরিবারকে ১০ কেজি চাল, ২ কেজি ডাল, ৫ কেজি আলু, ২ লিটার তেল, ২ কেজি পেয়াজ ও ২ কেজি লবন বিতরণ করে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকতা মোঃ তাইজুল ইসলাম, মোঃ আব্দুল লাহেল এবং আমদাহ ইউনিয়নের মেম্বার মোঃ দরুদ আলী।

মোনাখালীতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মিডা’র খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মোনাখালী গ্রামের শিক্ষা উন্নয়ন সংঘ (মিডা) আজ বিকেল ৪ টার সময় মিডা পাবলিক লাইব্রেরীর সামনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে গ্রামের ৫০ টি পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরন করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গণি, মোনাখালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, পুরন্দরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মোছাঃ শিরিনা খাতুন৷

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি মিডার এই উদ্যোগের প্রশংসা করে মিডার কর্মকান্ডে সার্বিক সহযোগীতার আশ্বাস দেন৷

উক্ত বিতরন আয়োজনে আরও উপস্থিত ছিলেন মিডার সহ সভাপতি রাজু আহমেদ ও সালাউদ্দীন, সাধারন সম্পাদক আল-ইকরাম সোহাগ, সাংগঠনিক সম্পাদক সাব্বির আহমেদ মুন্না, পাঠাগার ও অর্থ সম্পাদক আসিফ ইকবাল শুভ, সদস্য ইকরামুল কবির, মাহফুজ ইমন, সাজিদ হাসান, শিমুল বিন শাহরিয়ার, সজিব, পিয়াস,রাকিব, সাব্বির, অন্তর, বিরদ প্রমুখ।

সাধারণ সম্পাদক সোহাগ বলেন, প্রশাসনের পাশাপাশি আমরা আমাদের সামর্থ্য থেকে গ্রামের ২০০ মানুষকে খাদ্যসামগ্রী বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছি, আমাদের এই কার্য়ক্রম অব্যাহত থাকবে।

মুজিবনগরে উপজেলা প্রশাসনের অভিযান

মুজিবনগর উপজেলায় জনগনের সামাজিক দুরুত্ব নিশ্চিত করতে বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়েছে উপজেলা প্রশাসন।

বৃহস্প্রতিবার বিকাল থেকে রাত ৮টা প্রযন্ত মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস, জয়পুর, তারানগর, রতনপুর, ঢোলমারী, মহাজনপুর, কোমরপুর, শিবপুর, রামনগর ও গোপালনগর গ্রামে এ অভিযান চালানো হয়।

এ সময় রাস্তায় অযাথা ঘুরফেরা, একসাথে কয়েকজন মিলে আড্ডা দেওয়া, দোকানের সামনে জনগণ ভির করে মালামাল বিক্রি ও মুদিও খানার দোকানে পন্য তালিকা না রাখার অপরাধে ভ্রাম্মমাণ আদালত বসিয়ে বিভিন্ন জনের কাছে থেকে ৭ হাজার ৫ শত টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী।

তিনি জানান, করোনা ভাইরাসের মোকাবেলা করার জন্য সরকার সকল জনগনকে ঘরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে যাতে করে কেউ কারও সাথে

সংস্পর্শে আসতে না পারে। কারন কয়েকজন জনগন একসাথে সংস্পর্শে আসলে ভাইরাস ছড়িয়ে যেতে পারে।

তাই সরকারী নির্দেশনা না মেনে যে সকল জনগন অবাধে কাজ ছাড়া রাস্তায় ঘোরাফেরা করছে এমন জনগণ, ঔষাধ ও মুদির দোকানে কয়েকজন মানুষকে একজাগায় করে পন্য বিক্রি করা এবং মুদির দোকানে মূল্য তালিকা না থাকায় কিছু দোকানদারকে জরিমানা করা হয়।

মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযান

করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় জন সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে অভিযান চালিয়েছে সেনাবাহিনী।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাইনউদ্দিন এর নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালানো হয়।

এ সময় জনসাধারণ কে ঘরে থাকার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি কিছু ক্ষেত্রে কঠোর ভূমিকা নিতেও দেখা যায়।

মুজিবনগরে আট জনের ৪ হাজার ২’শ টাকা জরিমানা

মুজিবনগরে সরকারী নির্দেশনা না মেনে অকারনে রাস্তায় ঘোরাফেরা করার অপরাধে কিছু ব্যাক্তি ও ঔষাধের দোকানে ভীড় করে ঔষাধ বিক্রির অপরাধে ফার্মেসীর দোকানে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বুধবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে এ অভিযান চালানো হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী।

এ সময় মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম উপস্থিত ছিলেন।

অভিযান চলাকালীন সময়ে মোট ৮ জনের কাছ থেকে ৪ হাজার ২ শত টাকা জরিমানা করা হয়।

মুজিবনগরে বাড়ি বাড়ি যেয়ে সরকারি খাদ্য সামগ্রী দিয়ে আসছে প্রশাসন

সারা বাংলাদেশের ন্যায় করোনা ভাইরাসের প্রভাবে মেহেরপুর জেলা লকডাউন ঘোষনা করার পরা বসে থাকা দিনমুজুর দরিদ্র অসহায় ব্যাক্তিদের বাড়ি বাড়ি যেয়ে খাদ্য সামগ্রী দিয়ে আসছে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন।

বুধবার বিকালে সরাকারি সহায়তা ও জনপ্রশাসন মন্ত্রালয়ের ব্যাক্তিগত উদ্যেগে সকল খাদ্য সামগ্রী বিতরন করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী ও মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলার ১ হাজার জন চা বিক্রেতা ও সেলুন দোকানদারদের মাঝে এ সকল খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়।

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে কাজ করতেন। তিনি এলাকার মানুষের সাথে কম মেলামেশা করতেন। তার কোন আত্মীয় বিদেশ ফেরত নন আবার তিনিও কোথাও যান নি। তবে দীর্ঘদিন তিনি অ্যাজমা রোগে ভুগছিলেন এবং মেহেরপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। যদি সে করোনায় আক্রান্ত হয় তাহলে সদর উপজেলার অনেকেই আক্রান্ত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) সাদিয়া সুলতানা জানান, অসুস্থ রোগীটি করোনায় আক্রান্ত কি না এখনও নিশ্চিত নয়। তার পরও তাকে আইসোলেশনে রেখে নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকাতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সেই সাথে সিভিল সার্জনের অনুরোধে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন গ্রামটিকে লকডাউন ঘোষণা দেন। তিনি আরো জানান, এটি মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ তাই সকলেরই ভয় পাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। রোগীদেরকে বোঝানোর পরও তারা হাসপাতাল ছেড়েছে। নতুন কোন রোগী আসেনি। তবে সকলকে আঙ্কঙ্কিত না হবার অনুরোধ জানান তিনি।

কুষ্টিয়া জেলা তাঁতীলীগের উদ্যোগে কর্মহীন মানুষদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

করোনাভাইরাস সংক্রমণের প্রভাবে কর্মহীন মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন কুষ্টিয়া জেলা তাঁতীলীগের নেতৃবৃন্দ।

বুধবার সকালে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন এলাকায় শতাধিক কর্মহীন, অসহায় গরীব মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

তাঁতীলীগ কুষ্টিয়া জেলা শাখার সদস্য সচিব হারুন-অর-রশিদ, আহবায়ক রুহুল আমিন, সিনিয়র যুগ্ন-আহ্বায়ক সরওয়ার হোসেন, যুগ্ন-আহ্বায়ক বিপ্লব হোসেন বিপুল, আবু হাসান লিটনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

তাঁতীলীগ নেতৃবৃন্দরা বলেন, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মানুষকে

ঘরের মধ্যে কাটাতে হচ্ছে। তাই কর্মহীন হয়ে পড়েছে খেটে-খাওয়া দিনমজুর এসব মানুষগুলো।

তাই সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে আনরা জেলা শাখার উদ্যোগে এসব কর্মহীন মানুষের মাঝে একটু সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে যাচ্ছি। এভাবে অসহায় দিনমজুরদের পাশে সহযোগিতার জন্য সমাজের বিত্তশালীসহ জনপ্রতিনিধিদের এগিয়ে আসার আহবান জানান।